চীন সরকার যে ঘটনা মুছে দিতে চায়

১৯১৯ সালের ৪ মে উত্তাল হয়ে ওঠে প্রাঙ্গণটি। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ওই আন্দোলনে ফুঁসে ওঠেন শিক্ষার্থীরা। এর ৭০ বছর পর ১৯৮৯ সালে একই স্থানে গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের দাবিতে সোচ্চার হন শিক্ষার্থী-জনতা। এখনো ওই স্থানে সমবেত হন তরুণেরা। তাঁরাও হাত মুঠি করে শূন্যে ছুড়ে কণ্ঠে আওয়াজ তোলেন। সোচ্চার হন। তবে স্থান এক হলেও প্রেক্ষাপট ভিন্ন। ইস্যু ভিন্ন। একেবারেই ভিন্ন। বিশেষ করে দ্বিতীয় আন্দোলনের ঠিক উল্টো চিত্র। বলা যায়, বর্তমানের এই তরুণ সমাবেশ দ্বিতীয় আন্দোলনটিকে মুছে ফেলার অন্যতম এক প্রক্রিয়া।

এই তো সেদিন চীনের বেইজিংয়ের তিয়েনআনমেন স্কয়ার থেকে অল্প দূরত্বে ট্র্যাকস্যুট পরে একটি প্রতিষ্ঠানের তরুণ কর্মীরা বাতাসে হাত মুষ্টিবদ্ধ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করছিলেন। গ্রুপ ছবি তোলার জন্য তাঁরা সরে গেলে সে জায়গায় এসে দাঁড়ালেন টেকনিক্যাল কলেজের ৪০ শিক্ষার্থী। বিশ্বস্ত থাকার অঙ্গীকার করলেন তাঁরাও। ওই সময় তরুণদের আরও দল একই শপথ নেওয়ার অপেক্ষায় সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে।

শপথ নেওয়ার জন্য স্থান বেছে নেওয়া হয়েছে রেড বিল্ডিং বা লাল ভবন নামের লালচে-বাদামি রঙের প্রাসাদের উঠানটিকে। শতাব্দী আগে এটা ছিল চীনের সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন পিকিং বিশ্ববিদ্যালয়, পরে সেটি উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়। ১০০ বছর আগে ১৯১৯ সালের ৪ মে শিক্ষার্থীরা রেড বিল্ডিং থেকে বিক্ষোভ শুরু করেছিল এবং শহরের অন্যান্য স্থান থেকে তিয়েনআনমেনে সমবেত হয়েছিল। ৩০ বছর আগে ১৯৮৯ সালে জায়গাটি আরও একবার প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে বিখ্যাত হয়ে পড়ে। গণতন্ত্রের দাবিতে সে বছরের ১৫ এপ্রিল থেকে ৪ জুন পর্যন্ত ১ মাস ২০ দিন শিক্ষার্থী, জনতাসহ বিভিন্ন পেশাজীবী অবস্থান নিয়েছিলেন। তবে এর জন্য অনেক বড় মূল্য দিতে হয়েছে তাদের।

চীনে ৪ মে এখন যুব দিবস হিসেবে পালিত হয়। যদিও এর তাৎপর্য এখন তুমুল প্রতিযোগিতার মধ্যে। এ আন্দোলনকে দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপন করে কমিউনিস্ট পার্টি। এ আন্দোলনকে দলের জন্মের দুই বছর আগের পটভূমি হিসেবে তুলে ধরে। আর উদারপন্থীরা একে গণতন্ত্রের

জন্য দেশপ্রেমিকদের কান্না হিসেবে দেখেন। তাঁদের বিশ্বাস, রাজনীতিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পশ্চিমা শিক্ষা গ্রহণ না করলে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকার আশা নেই চীনের।

ক্যারিয়ার খারাপ, তাই মরতে চেয়েছিলেন তিনি!

বয়স তাঁর মোটে ৩৫ বছর। সামনে এখনো বাকি এক লম্বা জীবন। কিন্তু নানা সমস্যায় জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র আগ্রহও হারিয়ে ফেলেছিলেন তিনি, বেছে নিতে চেয়েছিলেন স্বেচ্ছামৃত্যুর (ইউথানেসিয়া) পথ। এ জন্য দেশের সরকারের কাছে স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি পেতে চিঠি লিখে তিনি আবেদন জানান।

এই ঘটনা ঘটেছে ভারতের মহারাষ্ট্রে। ক্যারিয়ার খারাপ হওয়ায় ও বিয়েসংক্রান্ত জটিলতার কারণে ওই প্রদেশের এক ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশের দপ্তরে চিঠি লিখে স্বেচ্ছামৃত্যুর জন্য আবেদন করেছেন। ভারতীয় গণমাধ্যম হিন্দুস্তান টাইমস জানাচ্ছে, ওই ব্যক্তির ক্যারিয়ার অস্থিতিশীল। এ ছাড়া বিয়ের কোনো সম্ভাবনাও তিনি দেখছিলেন না। এতে হতাশ হয়ে তিনি এমন সিদ্ধান্ত নেন।

মহারাষ্ট্র প্রদেশের দত্তওয়ারি থানার জ্যেষ্ঠ পুলিশ পরিদর্শক দেবিদাস ঘেওয়ারে ওই চিঠির বরাতে বার্তা সংস্থা এএনআইকে বলেন, চিঠিটি বিশ থেকে পঁচিশ দিন আগে পাঠানো হয়েছিল। চিঠি থেকে তাঁরা জানতে পেরেছেন, মা–বাবার জন্য কিছু করতে চেয়েও ওই ব্যক্তি তা পারছিলেন না। অন্যদিকে নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে তিনি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। বিয়ে করতে পারবেন এমন কোনো সম্ভাবনাও দেখছিলেন না তিনি। সবকিছু মিলিয়ে চরম হতাশ হয়ে স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি চান তিনি। তবে এখন ওই ব্যক্তি ঠিক আছেন বলে জানান দেবিদাস ঘেওয়ারে।

পুলিশের ওই কর্মকর্তা আরও বলেন, চিঠিতে ওই ব্যক্তি তাঁর অসুস্থ বৃদ্ধ বাবা-মায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। ওই ব্যক্তি লিখেছেন, তাঁর মায়ের বর্তমান বয়স প্রায় ৭০ এবং বাবার বয়স ৮৩ বছর। কিন্তু

মা–বাবার জন্য তেমন কিছুই করতে পারছিলেন না তিনি। দেবিদাস বলেন, ওই ব্যক্তিকে উপযুক্ত পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

পুলিশ কর্মকর্তা দেবিদাস ঘেওয়ারে বলেন, ‘ওই ব্যক্তি সচ্ছল পরিবার থেকে এসেছেন। তিনি সুশিক্ষিত। বিয়ে করতে পারছেন না বলেই যে তিনি শুধু হতাশ, বিষয়টা এমন নয়। তিনি মা-বাবাকে প্রচণ্ড ভালোবাসেন।’

স্বেচ্ছামৃত্যু নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নানা ধরনের আইন চালু আছে। সাধারণত অসুস্থতার কারণে জীবনসংকটে থাকা রোগীদের পশ্চিমের বিভিন্ন দেশে স্বেচ্ছামৃত্যুর অনুমতি দেওয়া হয়। কিন্তু এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই।